ভোরের কাগজ

তারিখ ... 19 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম ... 7 ......

26

# নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বোরলগকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিএসসি প্রদান

**দীন মোহাম্মদ দীনু, বাকৃবি থেকে :** নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী, 'সবুজ বিপ্লবের জনক' হিসেবে ষাটের দশকের খ্যাতিমান কৃষিবিদ ড. নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগকে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বাকৃবির শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অডিটরিয়ামে আয়োজিত বাকৃবির প্রথম বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে ডিএসসি ডিগ্রির সনদ প্রদান করেন।

গতকাল সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারযোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে অবতরণ করেন এবং চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রাসহকারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অডিটরিয়ামে প্রবেশ করেন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী এ বিশেষ সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে বলেন, দেশে উন্নততর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে প্রশংসনীয় ভূমিকা। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। ড. বোরলগের আদর্শের পথ অনুসরণ করে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শস্যের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে আরো বেশি করে গবেষণার কাজ হাতে নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে কৃষির সকল সম্ভাবনা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সামনে নতুন লড়াই হচ্ছে জাতির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লড়াই, জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। এ জরুরি চাহিদাকে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি কমিশন গঠনের মাধ্যমে শস্য, মৎস্য, পশুসম্পদ ও বন উপখাতে স্থিতিশীল ও সম্ভাবনাময় কৃষি নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। কৃষক, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীর মাঝে কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ড. আর্নেস্ট বোরলগ তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করছে। তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলে শস্য দানার উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব। তিনি আরো বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সুষ্ঠু পদ্ধতি ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষক ও বিজ্ঞানীদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দুরূহ চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হবে বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিরিখে। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন ১৯ বছর ছিল তখন আমি মনে করতাম আমি সব জানি এখন ৭৯ বছর বয়সে আমি জানি, আমি কিছুই জানি না।

উপাচার্য ড. মুহাম্মদ হোসেন তার ভাষণে বলেন, ড. বোরলগের মতো একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য আয়োজিত এই প্রথম বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এম আমানউল্লাহ, মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের মহাসচিব আ. মান্নান, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, স্থানীয় সাংসদ, কূটনীতিক, জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কৃষি বিজ্ঞানীগণ।